২য় সভা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
চট্টগ্রাম।

ভারত প্রত্যাগত শরনার্থী প্রত্যাবর্তন ও পুর্নবাসন এবং আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুর্নবাসনের ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য গঠিত টাস্ক ফোর্স এর সভার কার্যবিবরণী।

| | | |
|---|---|---|
| সভার স্থান | ঃ | খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। |
| সভার তারিখ | ঃ | ৬ই জুন ১৯৯৮ইং শনিবার। |
| সময় | ঃ | সকাল ১১:০০ টা। |
| সভাপতি | ঃ | জনাব দীপংকর তালুকদার, চেয়ারম্যান, ভারত প্রত্যাগত শরনার্থী প্রত্যাবাসন ও পুর্নবাসন এবং আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুর্নবাসন বিষয়ক টাস্ক ফোর্স। |

সভায় উপস্থিত সদস্যগনের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে দেখানো হয়েছে।

সভাপতি মহোদয় সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি গত ২১শে মার্চ/৯৮তে অনুষ্ঠিত টাস্ক ফোর্স সভার কার্য বিবরণী পাঠ করে শুনান। সভাপতি মহোদয় বিগত সভার কার্য্য বিবরণীর বিষয়ে কোন আপত্তি আছে কিনা তা জানতে চান। জি, ও, সি, চট্টগ্রাম এর প্রতিনিধি ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আলী কার্য বিবরণীর ১১নং আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে আপত্তি তুলেন। ১১নং আলোচ্য বিষয়ে বেসামরিক এলাকা হতে ক্যাম্প প্রত্যাহারে কার্যক্রম চলছে মর্মে না লিখে সরকার ক্যাম্প প্রত্যাহারের পরিকল্পনা করেছেন মর্মে লেখার অনুরোধ করেন। সর্বসম্মতিক্রমে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিবিধ আলোচনার ৪নং আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের প্রতিনিধি জনাব মোহাম্মদ জুলফিকার আলী বলেন যে, বান্দরবন জেলা হতে মাননীয় বীর বাহাদুর এম, পি টাস্ক ফোর্সের সদস্য হিসাবে নিয়োজিত আছেন। কাজেই অন্য কোন সদস্য কো-অপ্ট করার সুযোগ নেই। তবে কমিটি ইচ্ছে করলে বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদের ১জন প্রতিনিধিকে কমিটির পূর্ন সদস্যপদ দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। অনুচ্ছেদ ২(খ)তে প্রত্যাগত ১৭৭৭টি পরিবারের স্থলে ১৭৯৫টি পরিবার হবে এবং অবশিষ্ট ১৩টি পরিবার স্থলে ৩২টি পরিবার হবে এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর উপরোক্ত সংশোধনী গৃহীত হয় ও পূর্ববর্তী সভার কার্য্য বিবরণী অনুমোদিত হয়।

বিগত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে সকল কার্যক্রম গ্রহন করা হয় সে বিষয়ে অগ্রগতি জানানোর জন্য বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম ও সদস্য-সচিব টাস্ক ফোর্স জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়িকে অনুরোধ জানান। অতঃপর জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি উপজাতীয় শরনার্থীদের পুর্নবাসন সংক্রান্ত সরকার কর্তৃক ঘোষিত পুন বিবেচিত ২০দফা প্যাকেজ ডিল অনুযায়ী শরনার্থীদেরকে নগদ অর্থ ও সরকারী সুযোগ সুবিধা প্রদান এবং তাদের পুর্নবাসন, ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে পুর্নবাসনে কর্মসূচী বাস্তবায়নের কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে বলে সভাকে অবহিত করেন। সরকার কর্তৃক ১২/১১/৯৭ইং তারিখে ঘোষিত পুর্ন বিবেচিত ২০ দফা প্যাকেজ সুবিধাদি বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে দফাওয়ারী আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

চলমান------ ---২/

০১। উপজাতীয় শরণার্থীদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান প্রসংগে।

আলোচনাঃ- প্রত্যাগত শরণার্থীদের নিরাপত্তা ও প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসন এলাকায় আইন শৃংখলা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধি জানান যে, দীঘিনালা থানার চংড়াছড়িতে সামান্য ঘটনার কারনে ৯জন শরণার্থীকে গ্রেফতার করা হয়। অনেক মালপত্র লুঠপাত হয়। সভায় উপস্থিত ডিওসি মহোদয় এর প্রতিনিধি শরণার্থী নেতার এ বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন যে, ঘটনার পর পরই প্রশাসন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ও ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শরণার্থী নেতা এ ধরণের ঘটনা উপস্থাপন করে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির কথা বর্ণনা করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর সভাপতি মহোদয় কোন ক্ষেত্রে প্রশাসন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি তার বিস্তারিত তথ্যাদি জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ির নিকট দাখিলের জন্য শরণার্থী প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেন। প্রাপ্ত তথ্যের উপর পরবর্তী সভায় আলোচনাক্রমে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ-আইন-শৃংখলা অবনতি সংক্রান্ত অভিযোগ পাওয়া গেলে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ ~~xxxx~~। করেনি তার পূর্নাংগ তথ্যাদি শরণার্থী প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ির নিকট দাখিল করবেন।

বাস্তবায়নে ঃ- জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি / জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

০২।(ক) ঃ-১৭৯৫টি পরিবারকে অতিরিক্ত ৫০০০/=টাকা হারে গৃহ নির্মাণ ও কৃষি অনুদান প্রদান প্রসংগে।

আলোচনাঃ- জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান যে, ইতিমধ্যে ১ম, ২য় ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাগত (জোন-র রিফার্ডসহ) ১৭৬৩টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ ও কৃষি অনুদান বাবদ পূর্বের ১০,০০০/=টাকার অতিরিক্ত ৫,০০০/= টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৩২টি পরিবারকে অর্থ প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ-১ম, ২য় ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাগত ১৭৯৫টি পরিবারকেই অতিরিক্ত ৫,০০০/= টাকা হারে প্রদান করতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ-জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি।

০২(খ) ঃ- নিহত সদস্যদের শ্রাদ্ধকৃত্য পালনের জন্য অনুদান প্রদান প্রসংগে।

আলোচনা ঃ- উপস্থিত শরণার্থী নেতা বলেন যে, শ্রাদ্ধকৃত্যানুষ্ঠানের অনুদানের জন্য ১০৫ জনের আবেদন দাখিল করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান যে, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১০০ জনের আবেদন নির্ধারনের জন্য সব আবেদন সভাপতি, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১০০ জনের অনুদান প্রদানের জন্য সভাপতি মহোদয় জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়িকে অনুরোধ করেন। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে অতিরিক্ত ০৫ জনের শ্রাদ্ধকৃত্য পালনের জন্য অনুদান প্রদানের বিষয়ে সভায় একমত পোষন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ- অতিরিক্ত ০৫ জনের শ্রাদ্ধ কৃত্যানুষ্ঠানের অনুদানের অর্থ প্রদানের বিষয়ে স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বাস্তবায়নে ঃ- স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশন/ জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি।

(চলমান পাতা-০৩)

০৩। শরণার্থীদের খাদ্যদ্রব্য প্রদান প্রসংগে।

এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। শরণার্থী নেতা পানছড়ি থানার ১২৮টি পরিবার এক মাসের ~~xxxx~~ রেশন পায়নি মর্মে সভাকে অবহিত করেন। টিএনও পানছড়ি জানান যে, ৪র্থ ও ৫ম পর্যায়ে সব পরিবার ছয় মাস ও ৬ষ্ঠ পর্যায়ে সব পরিবার চার মাস রেশন পেয়েছেন। অভ্যর্থনা ক্যাম্পে অগ্রিম প্রদত্ত চাউল সমন্বয়ের কারনে ১২৮টি পরিবারকে চাউল প্রদানের বিলম্ব হয়। তবে এ সব পরিবারকে চাউল দেয়া হয়েছে। সভায় এ ১২৮টি পরিবার তাদের প্রাপ্য রেশন পেয়েছে কিনা তা যাচাই করে জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়িকে অবহিত করার জন্য শরণার্থী নেতাকে অনুরোধ করা হয়। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, শরণার্থীদের রেশন পরিবহনের জন্য কোন টাকা/রেশন কর্তন করা যাবে না। স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের প্রতিনিধি পরিবহন খরচের জন্য ১৭,২৭,৮২২/= টাকা বরাদ্দের পরও পুনরায় ১৭,২৭,৮২২/= টাকা পরিবহন খরচের চাহিদা দেয়ার বিষয়টি উত্থাপন করেন। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সভায় জানান যে, ১৯৯৩ইং সন হইতে এ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিবহনের খরচ পাওয়া গেলে পরবর্তী সময়ে পরিবহন খরচ মিটানোর জন্য পুনরায় চাহিদা দেয়া হয়েছে। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, কোন থানায়, কোন সময়ে জন্য কত টাকা প্রয়োজন, সুনির্দিষ্টভাবে বিভাজন মতে পরিবহন খরচের চাহিদা দিতে হবে। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান যে, শরণার্থীরা রেড ক্রিসেন্ট এর রেশন বিতরন করা হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ-পানছড়ি থানার ১২৮টি পরিবার রেশন পেয়েছে কিনা শরণার্থী প্রতিনিধি তা যাচাই করে জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়িকে অবহিত করবেন। সুনির্দিষ্ট বিভাজন ও প্রয়োজন উল্লেখ করে পরিবহন খরচের জন্য চাহিদা স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ শরণার্থী কল্যাণ সমিতি/জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি।

০৪। গৃহ নির্মাণ বাবদ ঢেউটিন প্রদান প্রসংগে।

আলোচনা ঃ- শরণার্থী নেতা জনাব বকুল চন্দ্র চাকমা বলেন যে, ঢেউটিন বিতরণের বিষয়ে আপাততঃ কোন আপত্তি/অভিযোগ নেই। সভাপতি মহোদয় ঢেউটিন বিতরনের কোন আপত্তি থাকলে তা দশ দিনের মধ্যে জানানোর জন্য শরণার্থী প্রতিনিধিকে অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত ঃ-ঢেউটিন ~~xxxxx~~ বিতরন সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকলে তা দশ দিনের মধ্যে জানাতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ-জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা/শরণার্থী কল্যাণ সমিতি।

০৫। হালের গরু বাবদ ১০,০০০/=(দশ হাজার) টাকা প্রদান প্রসংগে।

আলোচনা ঃ-(ক) এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। শরণার্থী নেতা জনাব কল্প রঞ্জন চাকমা বলেন যে, ০৮-১১-৯৭ইং তারিখের টাস্ক ফোর্সের সিদ্ধান্ত মতে দীঘিনালার ১০ পরিবার ও সদর থানার ২টি পরিবারকে এখনো হালের গরু ক্রয়ের টাকা দেয়া হয়নি। টিএনও সদর জানান যে, একটি পরিবারকে টাকা দেয়া হয়েছে। দীঘিনালার ১০টি পরিবারের টাকা শরণার্থী নেতার সাথে যোগাযোগক্রমে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি মহোদয় অনুরোধ করেন।

(খ) ক্রিস ল্যান্ড, পিতা জীবিত থাকার পরও ওয়ারিশ হিসেবে গরুর টাকা দাবী ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের ২৬-৩-৯৮ইং তারিখের ৩০৩নং স্মারকের সূত্র মতে ২য় ও ৩য় শ্রেনীর জমি ও ক্রিস ল্যান্ডের জমি দখলদারদের টাকা প্রদানে সীমাবদ্ধতার কথা বলেন। জন সংহতি সমিতির প্রতিনিধিও এ ধরনের বিষয়গুলো বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেন। শরণার্থী নেতা বলেন যে, ক্রিস ল্যান্ড এর সাথে জড়িত ২৫টি পরিবারের তালিকা তার নিকট আছে এবং জমি থাকা সত্ত্বেও নানাবিধ কারনে আরো ৪০০টি পরিবার হালের গরুর টাকা

পারেন না সেগুলি হোসেন এ ধরনের পরিবারের সুনির্দিষ্ট তালিকা জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি নিকট দাখিলের অনুরোধ জানান।

সিদ্ধান্ত (ক) ৪-০৮-১১-৯৭ইং তারিখের টাস্ক ফোর্সের সিদ্ধান্ত মতে সদর থানা ও দীঘিনালা থানায় যথাক্রমে ১টি পরিবার ও ১৭টি পরিবারের হালের গরু ক্রয়ের টাকা এক সপ্তাহের মধ্যে প্রদানের গ্রহণ করতে হবে।

(খ) ক্রিম্বা ল্যান্ড ও রেশনিং সূত্রে জমি থাকা সত্ত্বেও যথাক্রমে যে ২০টি ও ৩০০টি পরিবার হালের গরু ক্রয়ের টাকা পায়নি বলে দাবী করা হয় তার তালিকা শরণার্থী প্রতিনিধি জেলা প্রশাসক খাগড়াছড়ির নিকট দাখিল করবেন। পরবর্তীতে থানা নির্বাহী অফিসার এবং জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি তা যাচাই করবেন।

বাস্তবায়নে ঃ-টিএফও, সদর/দীঘিনালা/শরণার্থী কল্যাণ সমিতি/জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

(৬) (ক) গাভী ক্রয়ের অর্থ প্রদান এবং ভূমি বরাদ্দ প্রসংগে।

আলোচনা ঃ (ক) ভূমিহীন প্রতিটি পরিবারকে গাভী ক্রয় করার জন্য ৩,০০০/= (তিন হাজার) টাকা হারে অর্থ প্রদান করা হয়েছে বলে জানানো হয় এবং এ বিষয়ে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান যে, ভূমি বরাদ্দের জন্য প্রাপ্ত ৯৩৮ টি আবেদনের মধ্যে টি নিষ্পত্তি হয়েছে। অবশিষ্ট ১০৩ টি আবেদন পত্র দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

৬ (খ) ১৯৯৩ সাল থেকে ৩য় পর্যায়ে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন কার্যক্রম শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত সময়কালের ৬৫০টি পরিবারকে গাভী ক্রয়ের টাকা প্রদান প্রসংগে।

আলোচনাঃ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত ভাবে বলেন। ১ম, ২য় ও ৩য় দফায় প্রত্যাবর্তনকারী মোট ১৭৯৫ টি পরিবারের মধ্যে হালের গরুর টাকা বাবদ ৭০৭ টি পরিবার টাকা পেয়েছে স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের ২৭/১১/৯৭ ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন অনুসারে আরো ৬৫০ টি পরিবারকে গাভী ক্রয়ের টাকা প্রদান করা যায়। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে অবশিষ্ট ৩৩৮ টি পরিবারকে গাভী ক্রয়ের প্রদানের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১০৮৮ টি পরিবারের মধ্যে ৬৫০ টি পরিবার নির্ধারণ করে তার তালিকা জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ির নিকট প্রেরণের জন্য শরণার্থী নেতাকে অনুরোধ করা হয়।

সিদ্ধান্ত (১) শরণার্থী কল্যাণ সমিতি ৬৫০ টি ভূমিহীন পরিবার নির্ধারণ করে জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ির নিকট প্রেরণ করবেন।

(২) অবশিষ্ট ৩৩৮ টি ভূমিহীন পরিবারের গাভী ক্রয়ের টাকা প্রদানের বিষয়ে স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৭) কৃষি ঋণ মওকুফ প্রসংগেঃ

আলোচনা ঃ জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি সভায় জানান যে, কৃষি ঋণ মওকুফের জন্য ৩৩ টি দরখাস্ত পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত দরখাস্ত সমূহের বিষয়ে ২০ দফা প্যাকেজ মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়ার এবং জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়িকে অবহিত করার জন্য স্মারক নং-৩৩৯ তারিখ ৬/৩/৯৮ ইং মূলে অনুরোধ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ দরখাস্ত পাওয়ার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি /সংশ্লিষ্ট ব্যাংক।

(চলমান পাতা - ০৫)

০৮। কৃষি ঋণ ব্যতিত সরকারী ব্যাংক ঋণ মওকুফ করা প্রসংগে।

আলোচনা ঃ জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান যে, জনাব উপেন্দ্র লাল চাকমা, সভাপতি জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নিকট হতে প্রাপ্ত ১,২৫,০০০/= টাকা ঋণ মওকুফের আবেদনের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের সোনালী ব্যাংক, খাগড়াছড়ি শাখাকে অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা চেয়েছে মর্মে ৩/৫/৯৮ ইং তারিখের ১৩৫ নং স্মারকে জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়িকে অবহিত করা

সিদ্ধান্ত ঃ এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি / সোনালী ব্যাংক, খাগড়াছড়ি।

০৯। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড হতে গৃহীত ঋণ মওকুফ প্রসংগে।

আলোচনা ঃ জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান যে, এ ধরনের ঋণ মওকুফের জন্য দরখাস্ত দাখিলের জন্য শরণার্থীদের মধ্যে ট্রানজিট ক্যাম্পে ফরম সরবরাহ করা হয়েছে। অদ্যাবধি কোন আবেদন পাওয়া যায় নি।

সিদ্ধান্ত ঃ দরখাস্ত প্রাপ্তির সাথে সাথে ঋণ মওকুফের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড / জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি।

১০। শরণার্থীদের মালিকানাধীন জমি তাদের নিকট প্রত্যার্পন প্রসংগে।

আলোচনা ঃ সভায় উপস্থিত শরণার্থী নেতা জানান যে, তাদের নিকট কৃষি জমি সংক্রান্ত ৫৬২ টি ও বসত সংক্রান্ত ১১০৫ টি বিরোধের তথ্য রয়েছে। কিন্তু থানাওয়ারী কোন তথ্য তাদের নিকট নেই। অতিরিক্ত প্রশাসক (রাজস্ব) বলেন যে, শরণার্থী নেতাদের সাথে নিয়ে তিনি সরেজমিনে তদন্ত করেন। তদন্তে দীঘিনালায় ৩৯ টি পরিবার এখনো তাদের বসত ভিটায় ফেরত যেতে পারে নি। তন্মধ্যে ২১টি পরিবার বাবার পুকুরের আওতাধীন। ১৮টি পরিবারের জমির বিরোধ তেমন জটিল নয়। শরণার্থী নেতা বলেন যে, দীঘিনালার বাবার পুকুরাধীন ১৩০ টি পরিবারের জমির বিরোধ রয়েছে। সভায় জমির বিরোধের বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের তথ্যের ভিত্তিতে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি মহোদয় শরণার্থী নেতাকে জমির বিরোধ সংক্রান্ত থানাওয়ারী তথ্য আগামী পনেরো দিনের মধ্যে দাখিল করার জন্য অনুরোধ করেন। তথ্যাদি পাওয়ার পরই জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি তদন্ত করবেন এবং পরবর্তী সভায় তা আলোচনা হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ শরণার্থী প্রতিনিধি জমির বিরোধ সংক্রান্ত থানাওয়ারী তথ্য আগামী পনের দিনের মধ্যে জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ির নিকট দাখিল করবেন। জেলা প্রশাসক, তা তদন্ত করে পরবর্তী সভায় তা পেশ করবেন।

বাস্তবায়নে ঃ শরণার্থী কল্যাণ সমিতি / জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি।

১১। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার / পুনঃ নির্মান প্রসংগে ঃ

আলোচনা ঃ জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান যে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার / পুন নির্মানের লক্ষ্যে ৭০ টি প্রতিষ্ঠানের তালিকা সভাপতি, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নিকট হতে পাওয়ার পর প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১০,০০০/= টাকা করে প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট টিএনও দের নিকট অর্থ প্রেরণ করা হয়েছে। শরণার্থী নেতা জানান যে, নূতন করে আরো ৩১ টি প্রতিষ্ঠানের সংস্কার / পুন নির্মান প্রয়োজন। সভাপতি মহোদয় ছাড়কৃত ৭০ টি প্রতিষ্ঠানের অনুদান সাত দিনের মধ্যে বিতরন সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট টিএনও দের অনুরোধ করে

৫ চলমান পাতা-

অতিরিক্ত ৩১টি প্রতিষ্ঠানের তালিকা আগামী সভায় দাখিলের জন্য সভাপতি মহোদয় শরণার্থী প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে তিনি স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ-৫০টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/পুন নির্মাণের নিমিত্তে বরাদ্দকৃত অনুদানের টাকা শীঘ্র মধ্যে বিতরণ করতে হবে। অতিরিক্ত ৩১টি প্রতিষ্ঠানের তালিকা আগামী সভায় দাখিল করতে হ

বাস্তবায়নে ঃ-সংশ্লিষ্ট টিএনও/শরণার্থী কল্যাণ সমিতি।

১২। চাকুরীতে পুর্নবহাল এবং বিদ্যমান চাকুরীবিধি অনুযায়ী জেষ্ঠতা প্রদান প্রসংগে।

আলোচনা ঃ-এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খাগড়াছড়ি জ যে, এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ১০৩টি আবেদনকারীর মধ্যে ৯৭জনের চাকুরী পুর্নবহাল করা হয়েছে। অবশিষ্ট প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। টাস্ক ফোর্স কমিটির সদস্য-সচিব ও বিভাগীয় কমিশনার তাঁর কাছে প্রাপ্ত লক্ষীপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে নিযুক্ত সহকারী জনাব প্রানজ্যোতি চাকমা (ভারত প্রত্যাগত, শান্তি এবং জনাব দয়াল চন্দ্র চাকমা, সহকারী পরিদর্শক, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা (শান্তি বাহিনীর সদস্য হিসেবে ১৯৯৩ সনে বাহিনীর জন জোন কমান্ডার এর নিকট আত্মসমর্পনকৃত) এর চাকুরী ফেরত আবেদন দুটি সভাকে অবহিত করেন। জনাব প্রান জ্যোতি চাকমা-এর আবেদন পত্রটি স্পেশাল এ্যাফে বিভাগের পুর্নবিবেচিত প্রজ্ঞাপনের ১২নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক চাকুরীতে পুর্নবহালের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, লক্ষীপুর এর নিকট আবেদন পত্রটি প্রেরণ করতে হবে। জনাব দয়াল চ চাকমা শান্তি বাহিনীর সদস্য হিসেবে ১৯৯৩ সনে আত্মসমর্পনকৃত বিধায় তার বিষয়ে অত্র টাস্ক ফোর্সের আওতা বহির্ভূত। তার আবেদন পত্রটি স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত (ক) সরকারী/আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের চাকুরীচ্যুত প্রত্যাগত শরণার্থীগণ নাম ঠিকানা সং প্রতিষ্ঠানের নাম অনুপস্থিতকালীন সময় ও চাকুরীতে প্রবেশের তারিখ প্রভৃতি উল্লেখ করে খাগড়াছ রাংগামাটি/বান্দরবান এর জেলা প্রশাসকগণের নিকট আবেদন করবেন। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের পুনবিবেচিত ২০ দফা সুবিধাদি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের ১২নং দফা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(খ) জনাব প্রাণ জ্যোতি চাকমা এর আবেদন পত্রটি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, লক্ষীপুরের নিকট প্রেরণ করতে হবে। জনাব দয়াল চন্দ্র চাকমা এর আবেদন পত্রটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ- স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ/সদস্য-সচিব, টাস্ক ফোর্স/জেলা প্রশাসক খাগড়াছড়ি/রাংগামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা। শরণার্থী কল্যাণ সমিতি/সংশ্লিষ্ট সংস্থা/প্রতিষ্ঠান।

১৩। প্রত্যাগত ছাত্র/ছাত্রীদের বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ প্রসংগে।

আলোচনা ঃ- স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশন-এর প্রতিনিধি জানান যে, চূড়ান্তভাবে প্রাপ্ত ১০৬ জনে বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবে স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের প্রতিনিধি আরও জানান যে, ১৩৬ জনের বাইরে আর কোন তালিকা গ্রহণ করা যাবেনা। সভাপতি মহোদয় ছাত্র/ছাত্রীরা কখন পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তা লিখিতভাবে জানানোর জন্য শরণার্থী প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ- চূড়ান্তভাবে প্রাপ্ত ১৩৬ জন এর অতিরিক্ত কোন তালিকা বিবেচনা করা হবে না। ছাত্র

( চলমান পাতা-০৭ )

ছাত্রীরা কখন পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তা লিখিতভাবে জানাতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ- জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/শরণার্থী কল্যাণ সমিতি।

১৩। প্রত্যাবর্তনকারী ছাত্র/ছাত্রীদের শ্রেণীওয়ারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি প্রসংগে।

আলোচনা ঃ- জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান যে, খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন থানায় ২৩টি বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ১৬৩জন ছাত্র/ছাত্রীকে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি আরো জানান যে, খাগড়াছড়ি জেলার স্কুল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের শরণার্থী ছেলেমেয়েদেরকে পুনর্বিবেচিত চিন মোতাবেক ভর্তি করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ- সরকারী এবং বেসরকারী বিদ্যালয় সমূহে শরণার্থী পরিবারের ছাত্র/ছাত্রীগণ যাতে সহজে ভর্তি হতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ- জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

১৪। কাঠের পরিবর্তে পরিবর্তে নগদ টাকা প্রদান প্রসংগে।

আলোচনা ঃ- জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান যে, পুনর্বিবেচিত ২০দফা প্যাকেজ মতে ১৯৯৭ ৩য় পর্বে প্রত্যাগত সব পরিবারকে ঘর নির্মাণের জন্য কাঠের পরিবর্তে ৩,০০০/=টাকা হারে প্রদান করা হয়। শরণার্থী নেতা বলেন যে, ১ম, ২য় ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাগতদের মধ্যে কাঠের টাকা বাবদ ৩,০০০/=টাকা প্রদানের বিষয়ে অস্ত্র সমর্পনের দিন আলোচনা হয়েছে। স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের প্রতিনিধি জানান যে, এ বিষয়ে লিখিত কাগজ পত্র নেই। সভাপতি মহোদয় জানান যে, ৩য় পর্যায় হতে পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যাগত শরণার্থীদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। পূর্ববর্তী প্রত্যাবর্তনকারীদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

সিদ্ধান্ত ঃ- পুনর্বিবেচিত ২০দফা প্যাকেজ ডিল মোতাবেক ৩য় পর্যায় হতে প্রত্যাগত সকল শরণার্থী পরিবারকে কাঠের পরিবর্তে ৩,০০০/= টাকা প্রদান করার সভায় সর্বসম্মত প্রস্তাব করা হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাগত শরণার্থীগণ এ সুবিধা পাবেন না।

১৫। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার পরিষদে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগ প্রসংগে।

আলোচনা ঃ- স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের প্রতিনিধি জানান যে, ইতিপূর্বে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ইতোমধ্যে উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান যে, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে শরণার্থীদের আবেদন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনার জন্য স্থানীয় সরকার পরিষদকে ২/৬/৯৮ইং তারিখের স্মারক নং-৩০২/শরণার্থী মূলে অনুরোধ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও স্থানীয় সরকার পরিষদের নিয়োগের ক্ষেত্রে শরণার্থীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড/স্থানীয় সরকার পরিষদ, খাগড়াছড়ি/রাংগামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

( চলমান পাতা- ০৮ )

১৭। চাকুরী বয়স শিথিল করণ প্রসংগে ।

আলোচনা ঃ স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের প্রতিনিধি জানান যে, অদ্যাবধি এবিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত সরকার কর্তৃক গৃহীত করা হয়নি। তিনি এ বিষয়ে সরকারী চাকুরীতে বয়স নির্ধারণ সংক্রান্ত ১৯৯২ সনের সরকারী নির্দেশ পাঠ করে শুনান। তবে শরণার্থীদের বয়স শিথিলের বিষয়ে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন। স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের প্রতিনিধি জানান যে, বয়স শিথিল করণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ দ্রুত এবিষয়ে সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।

বাস্তবায়নে ঃ স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশন ।

১৮। ফৌজদারী মামলায় শাস্তি যোষিতদের সাধারণ ক্ষমা প্রসংগে ।

আলোচনা ঃ এবিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। পূর্ণ চন্দ্র চাকমাসহ অন্যদের উপর সাম্প্রতিক পুলিশি কার্যক্রমের ব্যাপারে শরণার্থী নেতা আপত্তি ~~উত্থাপন~~ উত্থাপন করেন। পূর্ণ চন্দ্র চাকমার মামলার বিষয়ে তথ্যাদি দেয়ার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খাগড়াছড়ি শরণার্থী প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেন। সাধারণ ক্ষমার আওতাধীন শরণার্থীদের মামলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দাখিলের জন্য সভায় শরণার্থী নেতাকে অনুরোধ জানানো হয়। তালিকা পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করা হবে। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান যে, মোট ১০জন শরণার্থী মধ্যে এযাবত ০৩ জন উপজাতীয় শরণার্থী মামলা হতে অব্যাহতি পেয়েছেন । অবশিষ্টদের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ সরকারের ঘোষিত সাধারণ ক্ষমার আওতাধীন ফৌজদারী মামলায় জড়িতদের পূর্ণাংগ তথ্যাদি দাখিল করতে হবে এবং তথ্যাদি পাওয়ার পর সরকারের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ শরণার্থী কল্যাণ সমিতি / জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ।

১৯। প্রত্যাগত হেডম্যানদের স্ব-স্ব-পদে পুনর্বহাল প্রসংগে ।

আলোচনা ঃ জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান যে, হেডম্যান পদের জন্য প্রাপ্ত ০৩জন আবেদনকারী-র মধ্যে ০২ জনকে ইতোমধ্যে পূর্ব পদে বহাল করা হয়েছে। বাকীদের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন ।

সিদ্ধান্ত ঃ আবেদন পাওয়ার সাথে সাথে স্ব-স্ব- পদে পুনর্বহালের ব্যবস্থা দিতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেল ।

২০। আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু প্রসংগে ঃ

আলোচনা ঃ আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্ট করণ ও তাদের পুনর্বাসনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জনসংহতি সমিতির নেতা জনাব সুধাসিন্ধু খীসা সভায় জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম-এ যারা আভ্যন্তরীণ বিরাজমান অবস্থার কারণে দেশের ভেতর অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে তারাই আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের আওতায় আসবে। তিনি জানান যে, হেডম্যান/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এধরণের উদ্বাস্তুদের তালিকা তৈরী করে টাস্ক ফোর্স কমিটিতে পেশ করতে পারেন। জনাব খীসা উদ্বাস্তুদের নির্দিষ্ট

( চলমান পাতা - ০৯ )

মিত্র
নির্দিষ্টকরণ তাদের পুর্নবাসনের বিষয়ে বেশ কিছু প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি উদ্বাস্তুদেরকেও শরণার্থীদের মত সুযোগ সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করেন। জেলা প্রশাসক, রাংগামাটি বলেন যে, উপজাতীয় এবং অ-উপজাতীয় উভয় শ্রেণীর উদ্বাস্তু রয়েছে। তিনি এদেরকে চিহ্নিত এবং সংখ্যা নির্ধারণের জন্য কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। জেলা প্রশাসক, বান্দরবান বলেন যে, শান্তি চুক্তির পর তাদের অধিবাসীদের বান্দরবান জেলায় অনুপ্রবেশের বিষয়ে পত্র পত্রিকার খবর সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে বিভাজনের পরিস্থিতির কারণে অন্যত্র স্থানান্তরিত ১৩৯ পরিবারের তথ্য পাওয়া গিয়াছে। যাদের অধিকাংশ তাদের স্ব স্ব জায়গায় ইতিমধ্যে ফেরত গিয়াছে।

কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ ও সদস্য-সচিব, টাস্ক ফোর্স সভায় জানান যে, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু কারা এ বিষয়ে স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ~~ডি~~ বিভাগের সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত থাকা প্রয়োজন।

সভাপতি মহোদয় বলেন যে, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু সমস্যা কিছুটা ব্যাপক ও জটিল বিধায় পরবর্তী সভায় অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর বিষয়ে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। তিনি অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর বিষয়টি আগামী সভায় প্রধান আলোচ্যসূচীতে রাখার অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত (ক):- অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু কারা এ বিষয়ে স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ-কে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

(খ):- অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুর বিষয়টি আগামী মিটিং-এ প্রধান আলোচ্যসূচীতে রাখা হবে।

বাস্তবায়নে:- স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ/সদস্য-সচিব, টাস্ক ফোর্স/জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি।

২৩। বিবিধ:-

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্প এলাকায় পুর্নবাসন।

আলোচনা:- এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভাপতি মহোদয় রাবার প্রকল্পের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। শরণার্থী নেতা বলেন যে, ৩০০টি পরিবারকে রাবার প্রকল্পের এলাকায় পুনর্বাসন করতে হবে। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট খাগড়াছড়ি জানান যে, শরণার্থী কল্যাণ সমিতির নিকট হতে ২০৩টি পরিবারের তালিকা পাওয়া গেছে। শরণার্থী নেতা জানান যে, শরণার্থীরাই রাবার বাগান প্রতিষ্ঠা করে। তাই শরণার্থীদেরকে রাবার প্রকল্পে পুনর্বাসন করতে হবে। বর্তমানে অবস্থানকারীদের অন্যত্র স্থানান্তর করতে হবে। সভায় এবিষয়ে লিখিতভাবে জানানোর জন্য শরণার্থী নেতাকে অনুরোধ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : রাবার প্রকল্পে অবস্থানকারীদের অন্যত্র স্থানান্তর করে শরণার্থীদের পুনর্বাসন করার বিষয়ে জানাতে হবে।

বাস্তবায়নে: শরণার্থী কল্যাণ সমিতি।

২৪। পানীয় জল ও পয়ঃ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা :-

আলোচনা : সভাপতি মহোদয় জানান যে, ইতিমধ্যে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পানীয় জলের ও পয়ঃ নিষ্কাশনের চাহিদা নিরূপণ করে তালিকা দাখিলের জন্য শরণার্থী নেতাকে অনুরোধ জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত : প্রয়োজনীয় চাহিদা পত্র/দাখিল করতে হবে।

বাস্তবায়নে: শরণার্থী কল্যাণ সমিতি।

৩। টাস্ক ফোর্স এর সদস্য কো-অপট প্রসংগে ঃ

আলোচনা ঃ বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদে একজন প্রতিনিধিকে সদস্য হিসেবে মনোনীত করার জন্য সরকারের নিকট প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বান্দরবান স্থানীয় সরকার পরিষদের একজনকে সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দানের জন্য চিঠি লিখতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ, জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

৪। টাস্ক ফোর্স এর সদস্যদের ভাতা প্রসংগে ঃ

আলোচনা ঃ স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের প্রতিনিধি জানান যে, সাবেক দুজন সদস্যের জন্য ভাতা টাকা ছাড় করা হয়েছে। বর্তমান সদস্যগণ কবে হতে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তা জানানোর জন্য আহবায়ক শরণার্থী নেতাকে অনুরোধ জানানো হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বর্তমানে সদস্যদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির তারিখ দাখিল করতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ/জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি শরণার্থী কল্যাণ সমিতি।

৫। উপজাতীয় শরণার্থীদের জমি বা ভিটাবাড়ী হতে উপজাতীয়দের স্থানান্তর প্রসংগে ঃ

আলোচনা ঃ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, খাগড়াছড়ি এ বিষয়টি সভায় উত্থাপন করেন। স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স ডিভিশনের প্রতিনিধি এ ধরণের তালিকা প্রদানের অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ শরণার্থীদের জমি/বসত ভিটা দখলকারী উপজাতীয় পরিবারের তালিকা স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ ও সদস্য সচিব টাস্ক ফোর্স সভাকে জানান যে, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য হতে প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে পুনর্বাসনের কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলছে।

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য হতে প্রত্যাগত শরণার্থীদের পুনর্বাসনের কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে চলায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্ট করণ ও পুনর্বাসনের কার্যক্রম ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

অবশেষে সভাপতি মহোদয় ১৯৯৭সন ও তৎপরবর্তী কালে প্রত্যাগত শরণার্থীদের জন্য খরচের সঠিক হিসেব দাখিল ও শরণার্থী পুনর্বাসন সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতির মাসিক রিপোর্ট প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন।

আর কোন আলোচ্য সূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার

( চলমান পাতা - ১১ )

সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
১৭/৬/৯৮ইং
( দীপংকর তালুকদার এমপি )
চেয়ারম্যান
ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স।

স্মারক নং-সাঃ/১৩-২/৯৮-৫৩৯(৭), তারিখঃ ১৮-৬-৯৮ইং

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১-৩। চেয়ারম্যান স্থানীয় সরকার পরিষদ/খাগড়াছড়ি/রাংগামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

৪। মন্ত্রি পরিষদ সচিব, মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন তেজগাঁও, ঢাকা।

৬। জনাব বীর বাহাদুর, মাননীয় সংসদ সদস্য, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

৭। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৮। সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৯। সচিব, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১০। সচিব, স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১১। জি ও সি ২৪ পদাতিক ডিভিশন, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম।

১২+১৩। রিজিয়ন কমান্ডার, খাগড়াছড়ি/গুইমারা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

১৪-১৬। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/রাংগামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

১৭। জনাব মোঃ জুলফিকার আলী পরিচালক, প্রতিনিধি স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৮-২০। পুলিশ সুপার, খাগড়াছড়ি/রাংগামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

২১। একান্ত সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় চীফ হুইপ, হুইপ মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

২২-২৯। থানা নির্বাহী অফিসার ....................(সকল) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

৩০। একান্ত সচিব চেয়ারম্যান টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

৩১। জনাব উপেন্দ্র লাল চাকমা সভাপতি শরণার্থী কল্যাণ সমিতি।

৩২। বিনোদ বিহারী চাকমা, খাগড়াছড়ি স্থানীয় সরকার পরিষদের প্রতিনিধি।

৩৩। জনাব সুধা সিন্ধু খীসা প্রতিনিধি জনসংহতি সমিতি, খাগড়াছড়ি।

৩৪। শ্রী বকুল চন্দ্র চাকমা সদস্য শরণার্থী প্রতিনিধি।

৩৫। অফিস কপি।

স্বাক্ষর/-(অস্পষ্ট)

( মোঃ সাখাওয়াত হোসেন )
কমিশনার
চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম ও সদস্য সচিব
ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স।

উপজাতীয় শরণার্থী বিষয়ক টাস্ক ফোর্সের সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/ব্যক্তিবর্গ

সভার তারিখ ঃ ৬/৬/৯৮ইং।
সভার সময় ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা।
সভার স্থান ঃ খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজ।

| ক্রমিক নং | নাম | পদবী | স্বাক্ষর |
|---|---|---|---|
| ১। | জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন | বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম। | |
| ২। | জনাব মোঃ মাহিদুল ইসলাম চৌধুরী | জেলা প্রশাসক, বান্দরবান পার্বত্য জেলা। | |
| ৩। | জনাব শাহ আলম | জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি। | |
| ৪। | ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আলী | বিগ্রেড কমান্ডার, খাগড়াছড়ি (২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসির প্রতিনিধি)। | |
| ৫। | জনাব মোহাম্মদ জুলফিকার আলী | পরিচালক স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগ, ঢাকা। | |
| ৬। | জনাব সুলতান মাহমুদ | টি, এন, ও পানছড়ি। | |
| ৭। | জনাব মোঃ নজরুল বশর | থানা নির্বাহী অফিসার, মহালছড়ি। | |
| ৮। | জনাব মোঃ আবুল কাশেম | অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি) | |
| ৯। | জনাব মোহাম্মদ হানিফ | থানা নির্বাহী অফিসার, খাগড়াছড়ি সদর। | |
| ১০। | জনাব জামাল এ নাসের চৌধুরী | থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, রামগড়। | |
| ১১। | জনাব সালাহউদ্দিন মাহমুদ | টি, এন, ও দীঘিনালা। | |
| ১২। | জনাব মির আহমদ | টি, এন, ও মাটিরাংগা। | |
| ১৩। | জনাব সৈয়দ আবু বাহান | এ, ডি, সি(রাজস্ব) | |
| ১৪। | জনাব মোঃ লেহাজউদ্দিন চৌধুরী | এ, ডি, এম। | |
| ১৫। | জনাব বিনোদ বিহারী চাকমা | সদস্য, জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। | |
| ১৬। | জনাব সুধাসিন্ধু খীসা | প্রতিনিধি, জনসংহতি সমিতি | |
| ১৭। | জনাব বুকুল চন্দ্র চাকমা | সদস্য, শরণার্থী | |
| ১৮। | জনাব এম এম সেলিম | ডকঃ অফিসার এস, এ, ডি | |
| ১৯। | জনাব মোঃ রেজাউল হাওলাদার | সচিবের একান্ত সচিব, স্পেঃ এ্যাঃ বিভাগ। | |
| ২০। | জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম খান | কমিশনারের একান্ত সচিব চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম। | |
| ২১। | জনাব এহসানুল পারভেজ | টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব। | |
| ২২। | জনাব সাইফুদ্দিন আহমদ মজুমদার | টি, এন, ও মানিকছড়ি। | |
| ২৩। | জনাব সুনীল চন্দ্র পাল | টি, এন, ও লক্ষীছড়ি। | |
| ২৪। | জনাব মোঃ খালেদ আবু নাছের | কমিশনারের সহকারী, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম। | |